

আবার কল্যাণের টার্গেট অভিষেক



সুপ্রভাত বাংলা: এদিন শ্রীরামপুরের মমতাপন্থী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলটাকে শেষ করে দিলো। আক্রমণ তাঁর ‘বিতর্কিত’ আশু সহায়ক সুমিত রায়কেও। ক্যামাক স্ট্রিট সব শেষ করে দিল। যারা সব থেকে বেশি সুবিধা নিয়েছে, অভিষেকের লোক বলে চাপ তৈরি করত, তারাই আজ অভিষেকের বিরুদ্ধে বলছে। অভিষেক বাঁচিয়ে দেবে জেনেই অন্যায় করেছে নেতারা। এ ভাষাতেই আক্রমণ শানাতে দেখা যায় কল্যাণকে। তা নিয়েই চাপানউতোর শুরু রাজনৈতিক আঙিনায়। সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে কল্যাণ বলেন, “ক্যামাক স্ট্রিটে সুমিত রায়ের সঙ্গে যারা কথা বলতো, সগংগঠন চালানোর জন্য বেশি কথাবার্তা বলেছে, তাদের এখন ডেকে ডেকে পুলিশ বলছে, ওই শালবনির কেসের সঙ্গে যোগ আছে। বেশি যদি বাড়াবাড়ি করে চুকিয়ে দেব। এটা এখন পুলিশের পিকচার হয়ে গেছে। বলছে, হয় খতব্রতর ক্যাম্পে যাও না হলে ধরে নেব। সুমিত রায়ের জন্য আজ অসংখ্য ছেলে এই চাপের মুখে পড়ছে। ক্যামাক স্ট্রিটটা শেষ করে দিল আমাদের।” একইসঙ্গে একহাত নেন তৃণমূলের বিদ্রোহী-বিষ্কন্ধ শিবিরের বিরুদ্ধেও। সুর চড়িয়েছেন আইপ্যাকের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও। বিষ্কন্ধ তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, “তোমরাই তো ওর (অভিষেকের) সঙ্গে ছিলে, তোমরাই তো ওর থেকে সব পেয়েছ। তোমরাই তো আইপ্যাক কে মাথায় তুলেছ।” কল্যাণের দাবি, এককালের সুবিধাভোগীরাই আজ অভিষেকের বিরুদ্ধে সবথেকে বেশি মুখ খুলছে। অথচ তাঁরাই একসময় আইপ্যাক থেকে সুবিধা নিয়েছেন। আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে বলেন, “সুমিত দিনে দু’বার কথা বললে ভাবতো জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে। যখন আমি আই-প্যাক এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছি তখন তো আমার আমার পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। আইপ্যাক এর থেকে সব সুবিধা নিয়েছো, নিজেদের নেতা বলে প্রতিষ্ঠা করেছো। নিজেদের অভিষেকের লোক বলে চাপ সৃষ্টি করেছ। আজ তারা অভিষেকের বিরুদ্ধে বলছে।”

যোগ্য চাকরিহারাদের নিয়ে বিশেষ বার্তা হাইকোর্টের



সুপ্রভাত বাংলা: লাবনী মান্না: এবার নিয়োগে সুপ্রিম কোর্টের ডেডলাইন বাড়তে আবেদন করবে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। উচ্চ আদালতে এমনই ইঙ্গিত দিয়ে সওয়াল করলেন এসএসসি-এর আইনজীবী। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে এসএসসি-এর আইনজীবী বলেন, ‘হাইকোর্টে এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাগুলি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করছে না এসএসসি। ২ সপ্তাহ সময় মঞ্জুর করা হোক।’ অন্যদিকে বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, ‘একসঙ্গে চাকরিহীন হয়ে পড়া মানুষগুলোর জন্য সত্যিই খুব খারাপ লাগছে। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়াটি ভেঙে গিয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। এই প্রার্থীদের জন্য আমার সত্যিই খুব সহানুভূতি হচ্ছে। অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। সংরক্ষণ, পূর্ব অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর, পুরানো বনাম নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া। আগে এসএসসি নিজেদের ঘরের সমস্যাগুলো সবার আগে ঠাট্টায়ে নিক।’ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির দায়েই ২০১৬ স্কুল সার্ভিস কমিশনের গোটা প্যানেলটি সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছিল। প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে নিয়োগ দুর্নীতি উভাল হয়েছিল গোটা রাজ্য-রাজনীতি। পরে পালাবদলের পর যোগ্য শিক্ষকদের চাকরিতে পুনর্ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছিলেন যোগ্য শিক্ষক

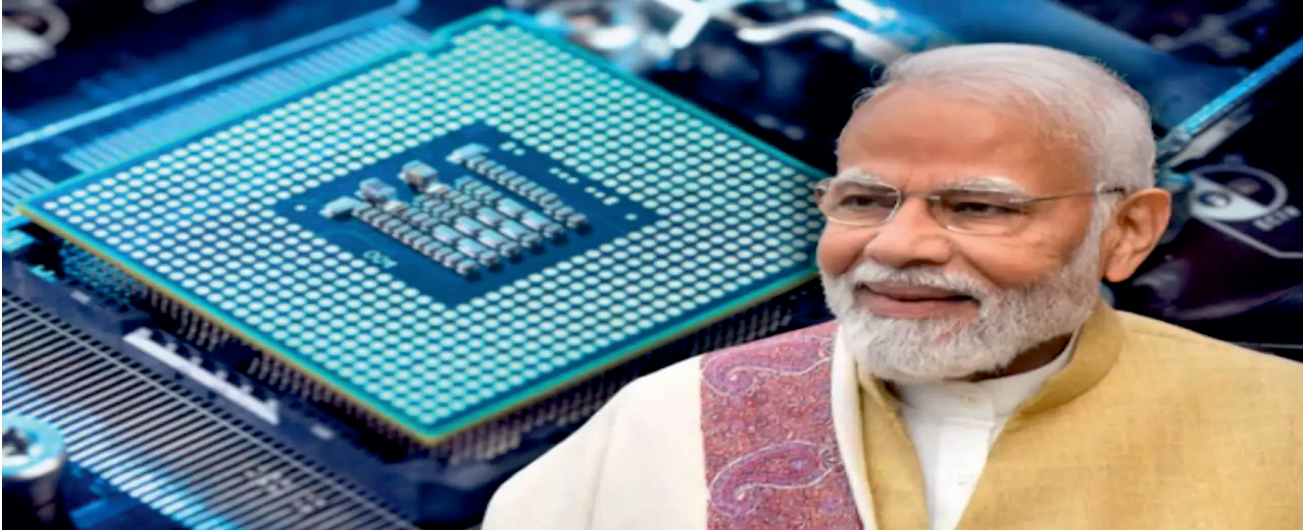
শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের সদস্যরা। সরকার যেন এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়, তার দাবি তোলে অধিকার মঞ্চের সদস্যরা। কিছুদিন আগেই সংগঠনের তরফে চিন্ময় মণ্ডল জানান, বিরোধী দলনেতা হিসাবে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে ছিলেন, যোগ্য চাকরিহারার শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন। বর্তমানে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাই, পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন শিক্ষকেরা। রাজ্য নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের খবর জানিয়েছে এসএসসি। উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাকিদের ও নিয়োগ শুরু করছে রাজ্য। আদালতের নির্দেশ মেনে বাকি ১,২৪১ জন প্রার্থীর কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু করছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ২১ জুলাই থেকে কাউন্সেলিং শুরু হবে, এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এসএসসি। ডিভিশন বেক্ষের অবমাননা মামলায় মেধা তালিকাভুক্ত ১,২৪১ জন প্রার্থীর কাউন্সেলিং ও সুপারিশের নির্দেশ ছিল। এর আগে ১২,৭২৩ জনের কাউন্সেলিং ও সুপারিশ সম্পন্ন হলেও বাকি প্রার্থীদের প্রক্রিয়া আটকে ছিল। আদালতের একাধিক শুনানিতে স্কুল শিক্ষক দফতরের সচিব, কমিশনার এবং এসএসসি-র চেয়ারম্যান ও সচিবকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির থাকার নির্দেশও দাবি জানিয়েছিলেন যোগ্য শিক্ষক

রথের পরদিনই বাঁকুড়ায় পথচলা শুরু

সুপ্রভাত বাংলা: সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্যাম স্টিল গ্রুপের ডিরেক্টর ললিত বেরিওয়াল জানিয়েছেন যে বাঁকুড়ার মেজিয়ায় যে ইস্পাত কারখানা আছে, তাতে ১০,০০০ কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ করা হবে। ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তৈরি হবে ১৫,০০০ কর্মসংস্থান। তাছাড়াও আর প্রতিরক্ষা, আবাসন, টাউনশিপ-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে আরও ৫,০০০ কোটি টাকার মতো বিনিয়োগ করা হবে। সেখানে আরও ৫,০০০ চাকরি হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন শ্যাম স্টিল গ্রুপের ডিরেক্টর। এমনটিতে বাঁকুড়ায় একটি ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্ট তৈরি করছে শ্যাম স্টিল গ্রুপ। সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক

থাকলে আগামী শুক্রবারই (রথযাত্রার পরদিন) সেই কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যা পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হয়ে উঠতে পারে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্যাম স্টিল গ্রুপের ডিরেক্টর জানিয়েছেন, যে ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্ট তৈরি করা হচ্ছে, সেটার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হল দুই মিলিয়ন টন। সবমিলিয়ে সংস্থার বার্ষিক ক্ষমতা ৩.৫ মিলিয়ন টনে পৌঁছে যাবে। সেই পরিস্থিতিতে যখন ওই ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্ট কাজ করতে চালু করে দেবে, তখন সেটি ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা হয়ে উঠবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে।

সেমিকন্ডাক্টর মার্কেটে আধিপত্য বিস্তার করবে ভারত



সুপ্রভাত বাংলা: শঙ্কর হালদার: ম্যানুফ্যাকচারিং পাওয়ারহাউস হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই রেশ বজায় রেখে এইবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সামনে এসেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০’ (India Semiconductor Mission 2.0) অনুমোদন করা হয়েছে। যার অধীনে দেশের অভ্যন্তরে চিপ ও সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম সম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলার জন্য সরকার ১.২৭ লক্ষ কোটি টাকার বিশাল বাজেট বরাদ্দ

করেছে। এই নতুন পর্যায়টি ভারতের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর মিশন (ISM 1.0)-এর সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে এবং দেশকে বিশ্ব পর্যায়ে একটি আত্মনির্ভরশীল ও শক্তিশালী চিপ (Chip) হাব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এই উদ্যোগটি ভারতে একটি ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে এবং বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর সাপ্লাই চেইনের ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। মন্ত্রিসভা এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গড়ে তোলার জন্য সরকার ১.২৭ লক্ষ কোটি টাকার বিশাল বাজেট বরাদ্দ

মধ্যে সেমিকন্ডাক্টর প্যাকেজটিও ছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ‘আমি আপনাদের সামনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভা এবং অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির (সিসিইএ) নেওয়া ৭ টি প্রধান সিদ্ধান্ত তুলে ধরছি। প্রথম ২ টি সিদ্ধান্ত বারানসীতে (কাশী) সম্পূর্ণ নতুন উপায়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের একটি কর্মসূচি সম্পর্কিত। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সিদ্ধান্তগুলি ‘সেমিকন্ডাক্টর ২.০ মিশন’ সম্পর্কিত যা আজ অনুমোদিত হয়েছে।’ যে, এই অনুমোদনগুলি প্রায় ২.১৯ লক্ষ কোটি টাকার সাতটি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের একটি বৃহত্তর প্যাকেজের অংশ। এই প্যাকেজে রয়েছে বারানসীর পরিকাঠামো প্রকল্প, ইউরিয়া-২০২৬-এর জন্য একটি নতুন

জাতীয় বিনিয়োগ নীতি, পারাদ্বীপ-হরিদাসপুর রেললাইন ডবল করা এবং ডাঙ্গোয়াপোসি ও রাজখড়সাওয়ানের মধ্যে চতুর্থ রেললাইন নির্মাণ। এই সমস্ত যোগ্যতার লক্ষ্য হলো বিভিন্ন সেক্টরে ম্যানুফ্যাকচারিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং শিল্প প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা। নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (ISM) ২.০ অনুমোদন করা হয়েছে। এর জন্য ১.২৭ লক্ষ কোটি টাকা এবং মোবাইল ফোন ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিম (MPMS)-এর জন্য ৬২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০ বছর পরে তসলিমা নাসরিন ফিরছেন কলকাতায়

সুপ্রভাত বাংলা: তসলিমা নাসরিনের বড়ো প্রিয় জায়গা কলকাতা। কিন্তু বাম আমল বা তৃণমূল আমলে তিনি কলকাতায় আসতে পারেন নি। এমন কি বাম আমলে তাকে বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কলকাতা ছাড়ার পর তসলিমা বারবার বলেছেন, ‘আমি ওদের থেকেও বেশি বামপন্থী।’ কেন বামপন্থীরা তাঁকে দেশছাড়া করার উদ্যোগ নিয়েছিল, সেই প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে এসেছে তাঁর কথায়। পরবর্তীতে মানসিক-শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগও তুলেছিলেন বামপন্থী সরকার তথা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের বিরুদ্ধে। সেই তসলিমা নাসরিন এবার বিজেপি সরকারের আমলে ফিরছেন কলকাতায়। সব ঠিক থাকলে আগামী ১ অগস্ট রবীন্দ্র সদনের মঞ্চে শোনা যাবে তসলিমার কণ্ঠস্বর। তাঁকে ফেরানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন বিশিষ্টরা। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তসলিমা। পরে কলকাতায় ছিলেন বেশ কিছু সময়। ২০০৭ সালের ২১ নভেম্বর কিছু মৌলবাদী সংগঠনের সমর্থনে কলকাতায় শুরু হয় বিক্ষোভ। শহর ছাড়ে হয় তাঁকে। বিজেপি সরকারের আমলে তসলিমার ফেরা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কাজী মাসুম আখতার বলেন, “একজনকে তাঁর লেখার জন্য, ভাবনা ব্যক্ত করার জন্য, তাঁকে যেভাবে লাঞ্চিত হতে হয়েছিল, এটা আমাদের লজ্জা। বাঙালির লজ্জা। ভারতে মুক্তচিন্তার জয়গান হয়। সেখান থেকেই বের করে দেওয়া হয়েছিল। যে বামপন্থীরা উদারতার কথা বলেন, কেবলমাত্র ক’টা ভোটের জন্য তারাি তাড়িয়ে দিয়েছিল। আর তৃণমূলের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো।” তসলিমাকে ফেরানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। সাহিত্যিক তিলোত্তমা মজুমদারও জানিয়েছেন, তসলিমা ফিরছেন জেনে তিনি খুশি। তিলোত্তমা বলেন, “সিপিএম আর তৃণমূল, দুটো আলাদা আদর্শের সরকারকে দেখেছি, তাঁরা তসলিমাকে ব্রাত্য করে রেখেছিলেন। বিজেপি যে ঊদার্য দেখাচ্ছে, তাতে ভালো লাগছে।” বাম নেতা কলতান দাশগুপ্ত বলেন, “ওঁর স্টেটাস নিয়ে অনেক কথা বলেছেন শমীক ভট্টাচার্য। সিএএ, এনআরসি নিয়ে কোনও কথা বলেননি। সেই সময় কী যড়যন্ত্র হয়েছিল, তা নিয়ে বিজেপি এখন নিজেদের বক্তব্য তৈরি করবে। কিন্তু মানুষ তাতে আর বিশ্বাস রাখবে বলে মনে হয় না।”

বৃষ্টির দাপট কমবে দক্ষিণে



সুপ্রভাত বাংলা: তৎপার্বর্তী জেলাগুলিতে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয়নি। তবে সারাদিন আকাশের মুখ ছিল মেঘে ঢাকা। এই কারণে কিছু সময় আর্দ্রভাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আকাশে মেঘ থাকায় মাটি থেকে উদ্ভূত তাপ ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। ফলে গরম অনুভূত হচ্ছে। এই পরিস্থিতি আজ অর্থাৎ সোমবারও চলবে। আলিপুর জানিয়েছে, অসমে জোড়া ঘূর্ণবর্ত, আর বাংলাদেশেও ঘূর্ণবর্ত। মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর। রাজস্থান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি, প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নিম্নচাপ অক্ষরেখার অবস্থান একই জায়গায় রয়েছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি বেশি হবে। দক্ষিণবঙ্গে গত কয়েকদিন ধরেই মূলত মেঘলা আকাশ। মঙ্গলবার পর্যন্ত কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। পশ্চিমের জেলা এবং উপকূলবর্তী দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সব জেলাতেই আজ থেকে আগামী পাঁচ দিন দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। তবে দাপট কমবে, পরণ্ড বুধবার থেকে। সোদীন বাড়ুড়ীটির সম্ভাবনা কমতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ফের বাড়বে বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও তখন থাকবে।

সম্পাদকীয়

দীর্ঘ ৮ মাস থাকবেন স্পেস স্টেশনে

শ্রাবন কুমার বিশ্বকর্মা

মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে আরও একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় যুক্ত হল। কল্পনা চাওলা, সুনীতা উইলিয়ামস ও রাজা চারির পর এবার আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নভোচর অনিল মেনন। মঙ্গলবার কাজাখস্তানের ঐতিহাসিক বাইকোনুর কসমোড্রোম থেকে রাশিয়ার সযুজ এমএস-২৯ মহাকাশযানে চড়ে তিনি মহাকাশের পথে রওনা দেন। এটি অনিলের জীবনের প্রথম মহাকাশ অভিযান। রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থা রসকসমসের ‘এক্সপিডিশন-৭৫’ মিশনে তিনি ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার এবং জু সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অভিজ্ঞ রুশ মহাকাশচারী পিওতর দুর্বভ এবং আনা কি কিনা। প্রায় আট মাস আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (International Space Station) অবস্থান করে তাঁরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রযুক্তিগত পরীক্ষা এবং মানবদেহের উপর মহাকাশের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অংশ নেবেন। অনিল মেননের জীবনের পথচলাও কম অনুপ্রেরণাদায়ক নয়। যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার মিনিয়াপোলিসে জন্ম হলেও তাঁর শিকড় রয়েছে ভারত ও ইউক্রেনে। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। মিনেসোটার সেন্ট পল অ্যাকাডেমি অ্যান্ড সমিটি স্কুলে পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউরোবায়োলজিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে

কলেজ স্কোয়ারের পুজোর সভাপতি হচ্ছেন না শমীক তবে খুঁটি পুজোতে যাবেন

সুপ্রভাত বাংলা: মঙ্গলবার এক বার্তায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি স্পষ্ট করে বলেন, বিজেপির কোনো নেতা মন্ত্রী কোনো পুজোকমিটি দখল করতে পারবে না। পুজো করবেন সাধারণ মানুষ। এবার বিতর্ক তৈরী হয়েছে কলেজ স্কোয়ারের পুজো নিয়ে। কলেজ স্কোয়ারের পুজোর সভাপতি হচ্ছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এই তথ্য ঘুরপাক খাচ্ছে সর্বত্র। অবশেষে এবিষয়ে মুখ খুললেন শমীক ভট্টাচার্য। এক্স হ্যান্ডলে স্পষ্টভাবে জানালেন, তিনি কলেজ স্কোয়ার কেন, কোনও পুজোর সভাপতিত্বই করবেন না বা দায়িত্ব নেবেন না। দুর্গাপুজো মানে বাঙালির ঐতিহ্য, আবেগ। তাতে যে রাজনীতির রং লাগাতে রাজি নয় বিজেপি, শমীকের সিদ্ধান্তেই তা স্পষ্ট। বহু বছর আগে কলেজ স্কোয়ারের পুজো কমিটির সভাপতি ছিলেন সোমেন মিত্র। পরবর্তীকালে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কিছুদিন এই দায়িত্ব সামলেছেন। গত ৮ বছর ধরে কলেজ স্কোয়ারের পুজো কমিটির সভাপতিত্ব করেছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তবে বর্তমানে তিনি বয়সের ভারে নুজ। সূত্রের খবর, সেই কারণে এবছর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, এই বয়সে আর গোটা পুজোর দায়িত্ব সামাল দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপরই গত ৭ জুন কলেজ স্কোয়ার পুজো কমিটির তরফে বৈঠক করা হয়। সেখানেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয় বছর ৮২-এর প্রভাত সেনকে। পুজো কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, এরপরই তাঁদের তরফে যোগাযোগ করা হয় রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তাঁকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পুজোর দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু এভাবে কোনও পুজোর দায়িত্ব নিতে একেবারেই রাজি হননি শমীক। তিনি স্পষ্টভাবেই জানান, তিনি পুজো কমিটির কোনও পদে থাকতে রাজি নন। তবে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে অবশ্যই যাবেন। এরপরই ১৬ জুলাই অর্থাৎ রথযাত্রার দিন খুঁটিপুজোয় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শমীক যাবেন বলে সম্মতি দিয়েছেন বলেই খবর।



২১ জুলাইয়ের মধ্যে মমতাকে আমন্ত্রণ কংগ্রেসের

সুপ্রভাত বাংলা: এবার এক শহীদ দিবসকে নিয়ে তিন টুকরো অনুষ্ঠান দেখবে বাংলার মানুষ। ২১ জুলাই শহিদ দিবস করা নিয়ে দড়ি টানাটানি চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরে। প্রদেশ কংগ্রেসও এবার শহিদ মিনারে শহিদ দিবস পালন করবে। এবার সেই মঞ্চেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানাল প্রদেশ কংগ্রেস। শহিদ মিনারে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের প্রস্তুতি দেখতে গিয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তিনি বলেন, “ভুল স্বীকার করলে মমতা মনে শান্তি পাবেন।” দীর্ঘ কয়েক দশক পরে বিধান ভবন থেকে বেরিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস এবারই শহিদ দিবস পালন করবে। আগেই কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছিল, এবার ২১ জুলাই শহিদ মিনারে হবে। সরকারিভাবে অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। আজ, মঙ্গলবার সমাবেশের প্রস্তুতি দেখতে গিয়েছিলেন শুভঙ্কর সরকার ও নেতৃত্ব। সেখানেই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বার্তা দিলেন। এদিন শুভঙ্কর বলেন, “শহিদ মিনার চত্বরে দাঁড়িয়ে আমরা মমতাকে আহ্বান করছি, তাঁর যদি সং সাহস থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই ইতিহাস বিকৃত করবেন না। এই শহিদ মঞ্চে এসে ভুল করেছিলেন, ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেটা বলবেন। কারণ, সেই সময় পতাকাটা ছিল যুব কংগ্রেসের চক্রের পতাকা, কংগ্রেসের হাতের পতাকা। সেই পতাকার সম্মান যাঁরা রাখতে পারেন, যে কোনও জায়গায় রাজনীতিতে তাঁদের উচ্চতা অনেক বেশি হয়।” তাঁর আরও পরামর্শ, “ভুল স্বীকার করলে মমতা মনে শান্তি পাবেন। কারণ, এখনও পর্যন্ত সেদিনের দোষীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। উনি যদি স্বীকার করেন, ‘আমার দল ছাড়া ভুল হয়েছিল’, এই মঞ্চে এসে শহিদদের শ্রদ্ধা জানান, তাহলে কিছুটা হলেও তাঁর কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে। সেটা যদি তিনি ভাবেন, তাহলে এই মঞ্চে সবাই স্বাগত।”



ক্ষমতায় এসেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রীকে তা ফেরালেন শুভেন্দু



সুপ্রভাত বাংলা: শঙ্কর হালদার: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যের জন্য ফের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই উদ্যোগকে রাজনৈতিক মহলে ‘সৌজন্যের নজির’ বলেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মতাদর্শে বিস্তর ফারাক থাকা সত্ত্বেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রয়াত হন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর মৃত্যুর পর পাম অ্যাভিনিউয়ের ৫৯এ নম্বরের ছোট্ট ফ্ল্যাটেই আগের মতো বসবাস করে আসছেন তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য। তবে মীরা দেবীর জীবনযাত্রায় কোনও জৌলুস আসেনি। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অত্যন্ত সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করছেন, যা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রাজনৈতিক জীবনেরও অন্যতম পরিচয় ছিল। সূত্রের খবর, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর তৎকালীন রাজ্য সরকার ওই ফ্ল্যাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়। সেই সিদ্ধান্তকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে সরকার পরিবর্তনের পর সেই অবস্থান বদলাতে চলেছে। নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মীরা ভট্টাচার্যের নিরাপত্তা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। খুব শীঘ্রই পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে ফের নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং রাজনৈতিক সৌজন্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। কারণ, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং শুভেন্দু অধিকারী সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধি। তবুও রাজনৈতিক বিরোধিতাকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা সম্মানের পথে বাধা হতে দেননি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন বাংলার



মদন এবার অনেকটা এগিয়ে গেলেন ঋতব্রত শিবিরের দিকে

মদন এবার অনেকটা এগিয়ে গেলেন ঋতব্রত শিবিরের দিকে



সুপ্রভাত বাংলা: একেই বলে ঠেকায় পরে কাজ। গতকাল ইডি কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের স্ত্রী ও দুই পুত্রকে ডাকার পরেই মদন তৎপর হয়ে ওঠেন ঋত শিবিরে যাবার জন্য। পালাবদলের পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে মমতা দুজনের নাম করা হয়, তাঁরা হলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা। মঙ্গলবার দুপুরে স্ত্রী ও পুত্রদের ইডি তলবের পর রাতেই সন্দীপন সাহার তালতলার বাড়িতে হাজির হন সন্দীপনের বাবা অর্থাৎ এন্টালির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। দু’জনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। তবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সাক্ষাৎ যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। যদিও গতকাল সন্দীপনের সঙ্গে দেখা

মহিলা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুজোর আগেই সরকারি বাসে সিসিক্যামেরা - অর্জুন সিং



সুপ্রভাত বাংলা পুজোর আগে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে একগুচ্ছ পরিকল্পনার ঘোষণা করলেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। নতুন সরকারি বাস, সব মহিলার জন্য ‘পিন্ধ কার্ড’, বন্ধ রুটে ফের বাস পরিষেবা, সরকারি বাসে জিপিএস-সিসিটিভি, বেআইনি অটো-টোটো ও সিভিকেটের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান—একের পর এক ঘোষণা করেন তিনি। পাশাপাশি আগের সরকারের আমলে পরিবহণ দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন মন্ত্রী। পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারিও দেন। মঙ্গলবার বারাকপুরে বারাকপুর-এসপ্ল্যানেড নতুন সরকারি বাস রুটের উদ্বোধন করেন অর্জুন সিং। এরপর জানান, প্রায় ২ কোটি টাকা দামের অত্যাধুনিক বাস ইতিমধ্যেই পরিষেবায় নেমেছে। পুজোর আগেই আরও ইলেকট্রিক, সিএনজি ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস রাস্তায় নামবে। কেন্দ্রের

কাছে আরও ১,০০০ বাস চাওয়া হয়েছে। এস-১১ রুটের পাশাপাশি ৮৫ নম্বর ও এমএন-৫-সহ বন্ধ রুটেও ফের বাস চালুর আশ্বাস দেন তিনি। ভবিষ্যতে পর্যটনের জন্য ওপেন-হুড ডাবল ডেকার বাস চালুর পরিকল্পনার কথাও জানান। মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তায় সব সরকারি বাসে জিপিএস, সিসিটিভি ও টোল-ফ্রি নম্বর চালু হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কোনও আয়সীমা বা যোগ্যতার শর্ত ছাড়াই সব মহিলার জন্য ‘পিন্ধ কার্ড’ চালু হচ্ছে। দু-চার দিনের মধ্যেই প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানান মন্ত্রী। এরপর পরিবহণ দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অর্জুনের দাবি, আগের সরকারের আমলে সরকারি বাসের টায়ার ও যন্ত্রাংশ চুরি হয়েছে। ভালো বাসের যন্ত্রাংশ খুলে বিক্রি করে পুরনো টায়ার লাগানো হয়েছে। এই অপচয় বন্ধ করা গেলে পরিবহণ ব্যবস্থাকে লাভজনক করা সম্ভব।

ফুলবাড়ীতে অরণ্য সপ্তাহ পালন: বৃক্ষরোপণ ও সচেতনতা মিছিলে মুখরিত পড়ুয়ারা

সুপ্রভাত বাংলা: সৌরভ নস্কর গঙ্গাসাগর সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে এবং পরিবেশ রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আজ ফুলবাড়ী শীতলা হাই স্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)-এ মহাসমারোহে পালিত হলো ‘অরণ্য সপ্তাহ’ কর্মসূচি। এই বিশেষ দিনটিকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় বৃক্ষরোপণ উৎসব এবং বর্ণাঢ্য সচেতনতা র্যালি।এদিন সকাল থেকেই বিদ্যালয় চত্বরে ছিল সাজ সাজ রব। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে কর্মসূচির সূচনা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ রোপণ করেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। কেবল চারাগাছ লাগানোই নয়, বরং গাছগুলোর পরিচর্যার দায়িত্বও নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তারা। বৃক্ষরোপণের পর, বিদ্যালয় থেকে আশ্রম মোড় বাজার পর্যন্ত একটি সচেতনতা র্যালি বের করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের হাতে ছিল পরিবেশ রক্ষার নানা প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে ‘গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান’ এবং ‘সবুজে বাঁচুক আগামী প্রজন্ম’-এর মতো পরিবেশবান্ধব স্লোগান। র্যালিটি এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ তৈরি করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, "পরিবেশ রক্ষা কেবল এক দিনের আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশের প্রতি মমত্ববোধ তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।" সবুজ পৃথিবী

গড়ার এই শপথ আজ ফুলবাড়ীর ছাত্রছাত্রীদের মাঝে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। গাছ বাঁচানোর এই বার্তায় যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক নিরাপদ ও সুন্দর পৃথিবী গড়ার পথ প্রশস্ত হলো।



কুলটি বিধানসভার বারাকরে ব্যতিক্রমী জগন্নাথ স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত



সুপ্রভাত বাংলা: শ্রী শ্রী গৌরঙ্গ মন্দির মা অন্নপূর্ণা ভাভারা মন্দিরে জগন্নাথদেবের ঐতিহ্যবাহী ও ব্যতিক্রমী স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০২ বছর ধরে চলে আসা এই বিশেষ উৎসবে আসানসোল, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া, কলকাতা সহ ব্যাড্‌খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তের ভীড় ছিলো মন্দির প্রাঙ্গণে মন্দিরের সেবাইত হরেকৃষ্ণ বাবা জানান, এখানে মহাপ্রভু , রাধাকৃষ্ণ ও মা অন্নপূর্ণাসহ বিভিন্ন দেব-দেবীর নিত্য ভোগ-নিবেদন চলতে থাকে। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে স্নানযাত্রার পর জগন্নাথ মন্দির ১৫ দিন বন্ধ রাখার বিধান থাকলেও, এই মন্দিরে অন্যান্য দেব-দেবীর নিত্যভোগ নিবেদন করা হয় । তাই সীতারামবাবার আদেশে এই ব্যতিক্রমী স্নানযাত্রা প্রথা চালু হয়েছে এবং তা আজও অব্যাহত রয়েছে।এদিন স্নানযাত্রায় ১২০ প্রকার দ্রব্য দিয়ে স্নান করানো হয়। সাত সমুদ্রের জল, বিভিন্ন তীর্থের পবিত্র মৃত্তিকা,জল পঞ্চধর্য (ঘি, মধু ইত্যাদি) দিয়ে জগন্নাথদেবকে স্নান করে ঠাকুর রথে উঠবে সেবাইত হরেকৃষ্ণ বাবা আরও বলেন,এই বছর “রাজা সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক অনুদান পেয়ে উৎসব করতে আমরা আরও বেশি উৎসাহিত হয়েছি। ভক্তদের ভালোবাসা ও সরকারি সহযোগিতায় এই উৎসব আরও সুন্দরভাবে পালিত হচ্ছে।”ভক্তরা জানান, এই ব্যতিক্রমী স্নানযাত্রা দেখতে এবং জগন্নাথদেবের দর্শন পেতে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন। মন্দির চত্বর সারাদিনই ভক্তদের পদভারে মুখরিত ছিল।

১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে রংয়ের কাজে থাকা পিকআপ ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কা, গুরুতর যখম পাঁচজন শ্রমিক



সুপ্রভাত বাংলা: দুর্গাপুরের কাঁকসার রাজবাঁধ এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে অগ্নির জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেল। জাতীয় সড়কে রংয়ের কাজ চলাকালীন একটি পিকআপ ভ্যানে পিছন দিক থেকে একটি ট্রাক সজোরে ধাক্কা মারলে পিকআপ ভ্যানটি উল্টে যায়। ঘটনায় পাঁচজন শ্রমিক আহত হন। বুধবার দুপুরে আসানসোলগামী লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি পিকআপ ভ্যানে করে জাতীয় সড়কে রং করার কাজ চলছিল। পিকআপ ভ্যানটির মুখ ছিল কলকাতার দিকে এবং তাতে চার থেকে পাঁচজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। সেই সময় কলকাতা থেকে আসানসোলমুখী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যানটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রবল ধাক্কায় পিকআপ ভ্যানটি উল্টে যায় এবং শ্রমিকরা কমবেশি আহত হন।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার সময় শ্রমিকরা গাড়ির সামনে রংয়ের কাজ করছিলেন। সৌভাগ্যবশত কেউ গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে না থাকায় বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে কয়েকজন শ্রমিক আঘাত পান, যার মধ্যে একজনের হাতে ও পায়ে চোট লাগে।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

লরির ধাক্কায় জাতীয় সড়কে পিকআপ ভ্যান উল্টে আহত ৫

সুপ্রভাত বাংলা: নিজস্ব প্রতিনিধি কাঁকসা:-সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হল পাঁচ জন। ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে কাঁকসার রাজবাঁধ এলাকায় আসানসোলগামী রাস্তায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন একটি পিকআপ ভ্যানে করে জাতীয় সড়কে রং -এর কাজ করছিল ৫ জন শ্রমিক। পিকআপ ভ্যানটির মুখ ছিল কলকাতার দিকে। বুধবার দুপুরে কলকাতা থেকে আসানসোল গামী একটি লরি আসানসোল যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যানে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর পিকআপ ভ্যানটি উল্টে যায়। সেই সময় রং - এর কাজ করছিলেন পাঁচ জন শ্রমিক। তারা প্রত্যেকেই কমবেশি যখম হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ এবং কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।। দুর্ঘটনার জেরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে আসানসোলগামী রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ ফ্রেনের সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে অন্যত্র সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচলের স্বাভাবিক করে।

৩.৯০ কোটির ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলা ৩কে গ্রেফতার করল লালবাজার, উদ্ধার নগদ ১.৫৫ কোটি

সুপ্রভাত বাংলা: নিজস্ব প্রতিনিধি পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকার জালিয়াতির মামলায় অবশেষে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ভুয়ো বিল্ডিং স্যাংকশন প্ল্যান দেখিয়ে প্রায় ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা লোন নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে হাওড়া থেকে ৩ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে ডিডি এসআইটি (DD SIT)-র একটি বিশেষ টিম। ধৃতদের নাম মানস রায়, তাপস রায় ও তন্ময় রায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত রাতে হাওড়ার নন্দলাল চ্যাটার্জি লেনের একটি আবাসনে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এই অভিযানে অ্যান্ডি ব্যাঙ্ক ফ্রড সেলের আধিকারিকরাও গোয়েন্দাদের সাহায্য করেন।কলকাতা পুলিশের সেন্টাল ডিভিশনের ডিভি-র পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সিআর অ্যান্ডিনিউ ব্রাঞ্চের চিফ ম্যানেজারের পক্ষ থেকে হেয়ার স্ট্রিট থানায় একটি জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগে জানানো হয়, ‘মেসার্স ইনিংস ভেঞ্চরস প্রাইভেট লিমিটেড’ নামক ওই সংস্থার ডিরেক্টররা ব্যাঙ্ক থেকে কটন ফ্যাক্টরিকের ব্যবসার নাম করে বিপুল পরিমাণ ঋণ নেন। পরবর্তীতে ব্যবসা ডাইভার্সিফাই করার অজুহাতে এফএমসিজে প্রোডাক্ট ও এসি-ফ্রিজ কেনাবেচার নাম করে ৩.৯০ কোটি টাকার ক্যাশ ক্রেডিট লোন মঞ্জুর করায় তারা।তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা জানতে পারেন, লোন পাওয়ার জন্য অভিযুক্তরা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একটি ভুয়ো বিল্ডিং স্যাংকশন প্ল্যান (নম্বর BRC 506, 2017-18) জমা দিয়েছিল। ৭ কাঠা জমির ওপর ১২টি ফ্ল্যাট তৈরির ওই নকশাটি সম্পূর্ণ জাল ছিল বলে ইতিমধ্যেই হাওড়া পুরসভা লিখিতভাবে পুলিশকে জানিয়েছে। পরবর্তীতে ২০২০ সালে অ্যাকাউন্টটি এনপিএ (NPA) বা অনাদায়ী ঋণ হিসেবে ঘোষিত হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দীর্ঘ চেষ্টার পরেও কোনও ইএমআই বা লোন রিফান্ড না করায় অবশেষে পুলিশের হারস্থ হয় পিএনবি। বর্তমানে সুদ সমেত বকেয়া টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।গোয়েন্দা সূত্রের খবর, গত রাতের তল্লাশিতে ধৃতদের বাড়ি থেকে নগদ ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ এই লোন নিয়ে অভিযুক্তরা একাধিক ভুয়ো ও সিস্টার কনসার্ন কোম্পানির মাধ্যমে টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছিল (Siphoned off) বলে অনুমান। ধৃতদের মধ্যে মূল অভিযুক্ত মানস রায়ের বিরুদ্ধে এর আগেও হাওড়া কমিশনারেটের অধীনে ডোমজুড় ও চ্যাটার্জিহাট থানায় প্রতারণা ও জালিয়াতির একাধিক মামলা রুজু রয়েছে। ধৃতদের আজই ব্যাঙ্ক ফ্রড মামলার নির্দিষ্ট ধারায় আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে। এই ঘটনার সঙ্গে ব্যাঙ্কের কোনও আধিকারিক জড়িত ছিলেন কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

মাইথনে ভাসমান সৌর প্রকল্প লাগানো কে কেন্দ্র করে সাতগ্রামের মানুষ জন নিয়ে বিক্ষোভ মাইথন বাঁচাও’কমিটির



সুপ্রভাত বাংলা: কাজল মিত্র সালানপুর ব্লকের বাথানবাড়ি, কালীপাথর, সিধাবাড়ি, ডোমদোহা, বৃন্দাবনী-সহ সাতটি গ্রামের শতাধিক মানুষ একজোট হয়েমাইথনে সোলার প্লাস্ট বসানো রুখে দিল । তাদের দাবি “জীবিকা ধ্বংস করে উন্নয়ন নয়,মাত্র কয়েক দিন আগেই সিধাবাড়িতে প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ট্রাক আটকে ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও ‘দামোদর ভালি বাস্তহারা সংগ্রাম সমিতি’-র ডাকেমঙ্গলবার মাইথন জলাধারের আশেপাশের উচ্ছেদ হওয়া বহু পরিবার ও মানুষ আয়োজিত সভায় অংশ নেন।সভা থেকে ঘোষণা করা হয়, আলোচনা ও সমাধানের পথ না খুঁজে একতরফাভাবে প্রকল্প চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।সংগঠনের চেয়ারম্যান বাসুদেব মাহাতো অভিযোগ করেন, ১৯৫২ সালে ডিভিসির জন্য জমি হারানোর পর থেকেই বাস্তহারাদের প্রতি প্রতিশ্রুতির বদলে মিলেছে শুধু বঞ্চনা। তাঁর দাবি, এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কোনও অর্থবহ আলোচনা হয়নি। তিনি বলেন, উন্নয়নের বিরোধিতা তাঁদের নয়, কিন্তু উন্নয়নের নামে মানুষের অস্তিত্ব ও জীবিকা বিপন্ন করা হলে তার বিরুদ্ধে লড়াই চলবেই।

তৃণমূল জামানায় দুর্নীতির তদন্তে বিশেষ কমিটি



সুপ্রভাত বাংলা: এবার শুভেন্দু সরকার আরো বড়ো জায়গা ধরবে চাইছেন। বিরোধী তৃণমূলকে তিনি প্রবলভাবে চেপে ধরছেন। তৃণমূল আমলে, ২০১১ থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবার আতশকাঁচের নিচে। এই সব দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করতে এবার কমিশন গঠন করল বিজেপি সরকার। কমিশনের শীর্ষে রয়েছেন কলকাতা হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এই কমিশন শুধু দুর্নীতির তদন্তই□করবে না, ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য পুলিশকে সুপারিশও করবে। রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের আড়ালে সরকারি অর্থ নয়ছয় হয়ে থাকলে তা কীভাবে উদ্ধার করা যায়, তাও দেখবে।□কোনও ব্যক্তি যদি সরকারি কোনও অফিসারের প্রভাবে কোনও বেআইনি কাজে যুক্ত থাকেন, তবে তাকেও তদন্তের আওতায় আনা হবে। প্রয়োজনে তলব করা হবে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যুক্ত রয়েছে, এমন মামলা ছাড়া বাকি সব দুর্নীতির তদন্তই□রয়েছে কমিশনের আওতায়। কমিশনের নজরে থাকবে শিক্ষা (প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়), স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ও মিডিক্যাল শিক্ষা, খাদ্য ও সরবরাহ, আমফান-সহ বিভিন্ন বিপর্যয়ের সময় ত্রাণ□বিলি, একশো দিনের কাজ, মিড ডে মিল, পুরসভা ও পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণে থাকা ক্ষেত্র, আবাসন, মৎস্য, পূর্ত, জমি, জিটিএ-তে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগগুলি। এসব ক্ষেত্রে ঘুষ কিংবা তোলাবাজি হয়েছে কি না, তাও দেখবে কমিশন।□এমনকী শিল্প ক্ষেত্রে আর্থিক বেনিয়ম, জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব খাটানো, সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, বেআইনি নির্মাণ, সবই□থাকছে কমিশনের নজরে।□

বন দফতরের ৮৭% পদই শূন্য



নির্মল ঘোষের গ্রেফতারির জোরালো দাবি পানিহাটিতে

সুপ্রভাত বাংলাঃ এবার বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ কবে গ্রেফতার হবেন তা নিয়ে পানিহাটিতে জোর জল্পনা চলছে। আপাতত পুলিশের খাতায় তিনি 'ফেরার'। অথচ স্বতন্ত্র-তৃণমূলের বৈঠকে তিনি দিবা যোগ দিয়েছেন। তবে কি নির্মলকে ঘিরে রাজনীতির অন্দরে 'চোর পুলিশ' খেলা চলছে ? প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। যদিও পানিহাটির বিধায়ক তথা আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মা সাফ বলেন, "কান টানলে মাথা আসে। নির্মল ঘোষ নিশ্চিত গ্রেফতার হবেন।" গত তিন দশক ধরে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে নির্মল ঘোষ অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠেছেন। মাঝে একবার বাদ দিলে 1996 সাল থেকে 2026 সাল পর্যন্ত প্রায় 25 বছর ধরে তিনি পানিহাটির বিধায়ক ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি তৃণমূল সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতকের পদও সামলেছেন। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে টিকিট দেয়নি। পরিবর্তে পানিহাটি কেন্দ্রে আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মায়ের বিরুদ্ধে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে নির্মলবাবুর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষ লড়াই করেছিলেন। ভোটপ্রচার পর্বে তীর্থঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে পুকুর ভরাটেরও।

বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি কেন্দ্রে জয়লাভ করেছেন আরজি করের নিহত চিকিৎসকের মা। রাজ্যে পালাবদল হতেই নির্মল ঘোষ ও তাঁর ছেলে তীর্থঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে পানিহাটির বাসিন্দারা সরব হয়েছেন। ছেলের বিরুদ্ধে তোলাবাজি ও বিজেপি কর্মীদের



অভিযোগ দায়ের হতেই নির্মল ঘোষ 'নিখোঁজ' হয়ে গিয়েছেন। পুলিশের খাতাতেও তাঁকে 'নিখোঁজ' হিসেবে দেখানো হয়েছে। যদিও কলকাতায় 'স্বতন্ত্র-তৃণমূল'ের সভায় তাঁকে বেমালুম দেখা গিয়েছে। পুলিশ প্রথমে নির্মল ঘোষের অনুগামী কাউন্সিলর জয়ন্ত দাসকে গ্রেফতার করে। তারপর গ্রেফতার করা হয় রেন্ডোরার মালিক সুশান্ত সরকারকে। অবশেষে নির্মলবাবুর ছেলে তীর্থঙ্করকে পুলিশ দক্ষিণেশ্বর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে। গত সোমবার আদালত তাকে ছ'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। ছেলে গ্রেফতার হয়েছেন, এবার বাবা নির্মল ঘোষ কবে গ্রেফতার হবেন তা নিয়ে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। 'স্বতন্ত্র-তৃণমূল'ের সভায় নির্মল ঘোষকে দেখা গেলেও পুলিশ বলছে, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে

সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পক্ষ থেকে পালিত হলো অরণ্য সপ্তাহ

সুপ্রভাত বাংলাঃ কাজল মিত্র ১৪ তারিখ থেকে কুড়ি জুলাই পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অরণ্য সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই সময় স্কুল, কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বৃক্ষরোপন করে বিভিন্ন জায়গায়। আর সেই জনোই সালানপুর থানার অন্তর্গত রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির উদ্যোগে বুধবার আছরা যজ্ঞেশ্বর ইনস্টিটিউট স্কুলে পালিত হল অরণ্য সপ্তাহ। ওই উপলক্ষে এদিন সকালে স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও প্রতিষ্ঠানে সদস্যদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা বের হয়। আছড়া যজ্ঞেশ্বর স্কুল থেকে ওই শোভাযাত্রা শুরু হয়ে সমস্ত আছড়া গ্রাম পরিক্রমা করেন। এছাড়া পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এদিন প্রায় ৫০ টি বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপন করা হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। তাছাড়া সকল ছাত্র ছাত্রীদের হাতে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিন পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ি ইনচার্জ সুমঙ্গল সরকার জানান দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশু-কিশোরদের যদি বৃক্ষপ্রেমী হিসেবে গড়ে তোলা যায়; তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন দেশ ভরে উঠবে সবুজে সবুজে। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণের প্রতি উৎসাহিত করতে পারলে সবুজে সবুজে ভরে উঠবে গ্রাম থেকে শহর। বৃক্ষ মানুষের পরম ও প্রকৃত বন্ধু। বৃক্ষ মানুষকে মহৎ করে তোলে, শুদ্ধতা অর্জনের জন্যও বৃক্ষমুখী হওয়ার বিকল্প নেই। এদিন উপস্থিত ছিলেন আসানসোল বনাঞ্চল ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার তমালিকা চন্দা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক সব্যসাচী মাহাতা, সহ সমস্ত শিক্ষিকা মন্ডলী।



ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রথযাত্রা: শ্রীপাঠ মাহেশ

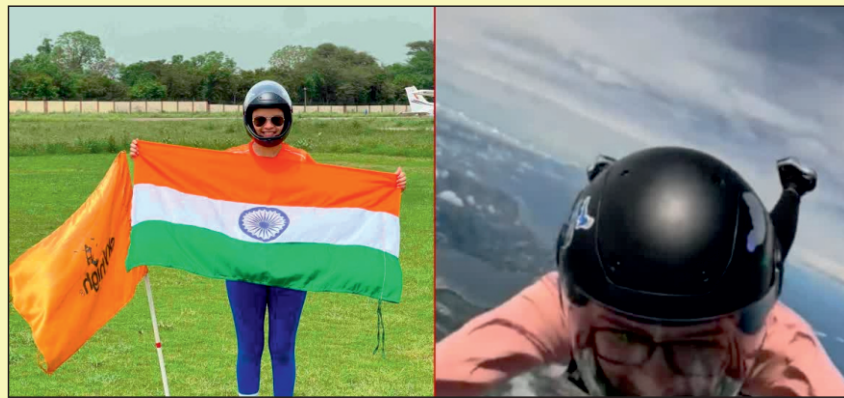
সুপ্রভাত বাংলাঃ শুদ্ধশীল ঘোষঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধারানি' উপন্যাসে একাদশ পূর্ণ না হওয়া সেই ছোট রাধারানি মাহেশের রথের মেলায় বনফুলের মালা বিক্রি করতে এসেছিল। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে সাহিত্য সম্রাট যে মেলার বিবরণ দিয়েছিলেন, সেই মেলা এখনও হয়। সময়ের সঙ্গে মেলার রূপ পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই তবে আজও বজায় আছে ঐতিহ্য। বাংলার রথযাত্রার বৈচিত্র্য তার নিজস্বতায়। বহু গবেষক বাংলার জগন্নাথ, রথযাত্রা নিয়ে গবেষণা, কাজ করে চলেছেন। বিভিন্নভাবে উঠে আসছে বহু ব্যতিক্রমী তথ্য, ইতিহাস। শ্রীরামপুরের মাহেশে বাংলার বৃহত্তম এবং ভারতবর্ষে শ্রীক্ষেত্রের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম রথযাত্রা। জগন্নাথদেবকে নিয়ে বাংলা বাসীর উন্মাদনা আজকের নয়। শুধু উত্তর কলকাতার বৃক্কেই আছে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন জগন্নাথ। বহু পরিবারের পারিবারিক পরিসরে উদযাপিত হয় রথযাত্রা। আবার অনেক জায়গায় রথযাত্রা সর্বজনীন। অনেক পরিবারে জগন্নাথ পতিত পাবন রূপে কুলদেবতা হিসেবে বিরাজমান। বাংলার বিভিন্ন জেলা ঘুরলে, তার সংখ্যা অগণিত। রথযাত্রা বাংলায়



বৈচিত্র্যময়। আর বাংলার রথযাত্রার কথা বলতে গেলে শ্রীরামপুরের মাহেশের কথা আসবেই। মাহেশে শ্রীপাঠ। চৈতন্য মহাপ্রভু থেকে পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, সকলের পাদস্পর্শে ধন্য স্থান। মাহেশের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। বহু কিংবদন্তি ঘিরে আছে মাহেশের জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করে। ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী জগন্নাথদেবের কৃপা ধন্য ছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই মাহেশে চতুর্থা বিগ্রহের স্থাপনা হয়েছিল। যে বিগ্রহ আজও একইভাবে মন্দিরে সেবিত। কথিত আছে তিনি নাকি স্বপ্নাদেশে গঙ্গার ঘাট থেকে ভেসে আসা নিমকাঠ পেয়েছিলেন। সেই কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল দারুবিগ্রহ। শেওড়াফুলি রাজবংশের রাজা মনোহরচন্দ্র রায় জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষের উদ্যোগে, অর্থানুকূলে সেই মন্দিরের সংস্কার, পুনঃ নির্মাণ প্রভৃতি হয়েছে। বর্তমানের মন্দির আধুনিক গঠনশৈলীতে নির্মিত। মাহেশে জগন্নাথদেবের বর্ষব্যাপী বিভিন্ন উৎসব পালিত হয়। রথযাত্রা তার মধ্যে প্রধান। মানবাত্মার মন্দির অদূরবর্তী মানবেদীতে মান করে প্রভু অনবসর কালে থাকেন। রথযাত্রায় তিনি রথে আরোহণ করেন। মন্দির ছেড়ে ভক্তদের দর্শন দিতে রাজপথে বের হন। মাহেশের রথের উচ্চতা আনুমানিক পঞ্চাশ ফুট। একটা সময় এই রথযাত্রায় লোকে রথের চাকার সামনে বাঁপিয়ে পড়ে আত্মবলি দিতেন। তাদের বিশ্বাস এই মৃত্যু নাকি পবিত্র এবং এই মৃত্যুতে তাদের স্বর্গবাস নিশ্চিত। এর ফলে বহু বার রথের পরিবর্তন হয়েছে। এখানে বর্তমান রথটি তৈরি করে দিয়েছিলেন জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র বসু। লোহার ওপর কাঠ দেওয়া এই রথ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিখ্যাত মার্টিন বার্ন কোম্পানিকে। আছে সেই প্রাচীন রথ। আছেন ধ্রুবানন্দের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথদেবও। প্রাচীন মাহেশে জগন্নাথ মন্দির সেজে উঠেছে। রথযাত্রার সাজে। আজও মাহেশে কান পাতলে শোনা যায়, 'খিচুড়ি-অন্ন-পায়েস', এই তিন নিয়ে মাহেশ'। জি.টি.রোড ধরে রথ এগোবে মাসির বাড়ি। লক্ষাধিক ভক্তের সমাগমে ৬৩০ তম বর্ষে মেতে উঠবে শ্রীপাঠ মাহেশ।

মাখেলার খবর

প্রথম মহিলা স্কাই ডাইভার মহিমা উত্তরবঙ্গের মেয়েদের



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ

ক্যাচলাইনকেই নিজের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা করে নিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সের বাসিন্দা মহিমা ছেত্রী (২৭)। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে, শুধু নিজের ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আজ তিনি পৌঁছে গিয়েছেন মেঘেদের দেশে। আর বারংবার সেই মেঘেদের সঙ্গে খেলা করতে-করতে মহিমা মাটি স্পর্শ করেছেন সাফল্যের তাজ মাথায় নিয়ে। মাটি থেকে 13 হাজার ফুট উচ্চতা দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে। আচমকই সেখান থেকে লাফ দিলেন একজন। মেঘের রাজ্যে খেলা করতে করতে একসময়ে মাটির কাছাকাছি পৌঁছে তিনি খুলে দিলেন প্যারাসুট। তারপর নিখুঁত ল্যান্ডিংয়ে মাটি স্পর্শ করল তাঁর পা। স্কাই ডাইভিং এমনই এক অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। মহিমা ছেত্রী এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে 'B' ক্যাটাগরির লাইসেন্স প্রাপ্ত ডাইভার। মহিমার কথায়, "আমি বিশ্বাস করি নিজের লক্ষ্য স্থির থাকলে সবকিছুই সম্ভব।" তাই মহিমা আজ তরাই-ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের মেয়েদের অনুপ্রেরণা। উত্তরবঙ্গের মহিমা ছেত্রী এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে মহিলাদের হয়ে বিজয়পতাকা তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে ভেঙেছেন পুরুষদের একাধিপত্য। ভারতের তৃতীয় এবং রাজ্যে াহিনী থেকে অবসর নিয়ে পরবর্তীতে আরপিএফ-এ যোগ দেন। তাঁর দুই মেয়েকে, ছেলেদের থেকে কম ভাবেননি অর্জুন ছেত্রী। সেভাবেই বড় করেছেন তাঁদের। ডুয়ার্সের বাগরাকোট সেনাবাহিনীর স্কুলে মহিমার পড়াশোনা। শিলিগুড়ি লাগোয়া দাদাপুরে বেসরকারি আইন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি পান। এই সময়ই এনসিসি-র ট্রেনিংয়ে অন্যতম সেরা ক্যাডারের সম্মান পান মহিমা। আর সেখানেই প্রথম সুযোগ পান স্কাই ডাইভিং-এর। মহারাষ্ট্রে রিলায়েন্সের নাগুথাল। পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারিতে সিকিউরিটি এগজিকিউটিভ অফিসার পদে চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন মহিমা। ইন্টারভিউয়ের পর তাঁর মহারাষ্ট্রের রিলায়েন্স সিকিউরিটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সংস্থায় প্রশিক্ষণ হয়। সেখানে কৃতী হিসাবে উত্তীর্ণ হন এবং রিলায়েন্সের নাগুথাল। পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারিতে সিকিউরিটি এগজিকিউটিভ অফিসার পদে কাজে যোগ দেন মাত্র 23 বছর বয়সে। বর্তমানে জাতীয় স্তরে নিরাপত্তার প্রশিক্ষণ দেন তিনি। মহিমা জানাচ্ছেন, "স্কাই ডাইভিং আমার কাছে প্যাশানের থেকে বড়। অবশ্যই এর খরচ অনেক। তবে, আমি মনে করি নিজের লক্ষ্য স্থির থাকলে সাফল্য আসে। স্কাই ডাইভিংয়ে 'ডি' লাইসেন্স পাওয়া খুবই কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। তবে, আমি আশাবাদী খুব স্কাই ডাইভিং ট্রেনার হওয়ার স্বপ্নপূরণ করতে পারব। তাই স্বপ্ন দেখা ও তাঁকে পূরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।" মহিমার মা রোমা ছেত্রীর কথায়, "ও অত্যন্ত মেধাবী, সবসময় নিজের টার্গেটে ফোকাস থাকে। ও চায় মাউন্ট এভারেস্ট থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে। আমরা চাই ওর স্বপ্নপূরণ হোক। তবে এর জন্য সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন।" পড়াশোনা থেকে পেশা, সবকিছুর মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের নেশা তাড়া করে যোত উত্তরবঙ্গের এই মেয়েকে। স্নাতকে ডিগ্রি পেয়েই চাকরিতে প্রবেশ করার পিছনে লক্ষ্য ছিল স্কাই ডাইভিং-এর নেশাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্কাই ডাইভিংয়ের প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য থাইল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন মহিমা ছেত্রী। আন্তর্জাতিক সংস্থা 'থাইল্যান্ড ড্রপ জেন' থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফেরেন মহিমা। এরপর দেশে ফিরে 'স্কাইহাই ইন্ডিয়া' সংস্থায় প্রশিক্ষণ নিয়ে 'A' লাইসেন্স পান। তবে, সম্প্রতি গত 11 জুলাই মুম্বইয়ে মহিমা ছেত্রী তাঁর 'B' লাইসেন্স পেয়েছেন। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছেন ক্যারিয়ারের 50 তম জাম্প। মহিমার লক্ষ্য অক্টোবর মাসের মধ্যে আরও দেড়শোটি জাম্প সম্পূর্ণ করে মাউন্ট এভারেস্ট থেকে পৃথিবীর বুকে লাফ দেওয়ার ছাড়পত্র অর্জন করা। কিন্তু, এর জন্য প্রয়োজন সরকারি সাহায্য। মহিমার আগে দেশের দু'জন মহিলা এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে সাফল্য পেয়েছেন। প্রথমজন কেরলের রাচেল টমাস এবং দ্বিতীয় জন মহারাষ্ট্রের শীতল মহাজন। সমাজসেবী রাজু নেপালির কথায়, "ডুয়ার্সের বুকে যেখানে মেয়েরা প্রায়শই স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারে না, যেখানে নারীপাচারের মতো ঘটনা প্রায়শই ঘটে, সেখান থেকে মহিমার অন্য সমস্ত মেয়েদের জন্য এক অনুপ্রেরণা এবং উদাহরণ।"

